টোকিও, ১৮ অক্টোবর ২০২৩

জাপানে শেখ রাসেল দিবস উদযাপিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মবার্ষিকী ও 'শেখ রাসেল দিবস ২০২৩' উপলক্ষে আজ টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বিশেষ আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিলসহ দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সকালে অনুষ্ঠানের শুরুতে জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে জাপানের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, জাপানের প্রবাসী বাংলাদেশি ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এরপর শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ শহিদ শেখ রাসেলের ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শিশুকাল থেকেই শেখ রাসেল ছিলেন নম্র - ভদ্র এবং আচরণে অত্যন্ত মার্জিত। বাবা দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া স্বত্বেও শেখ রাসেল পরিবারের অন্য সদস্যদের মতো খুবই সাধারণ জীবনযাপন করতেন। রাষ্ট্রদূত এসময় ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জাপান সফরের কথা উল্লেখ করে বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু যেদিন জাপানের মাটিতে পা রাখেন সেদিন ছিল ১৮ অক্টোবর ১৯৭৩ অর্থাৎ শেখ রাসেলের জন্মদিন। সেদিন বাবার সঙ্গে রাসেলও জাপানে এসেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের একটি ভিডিও চিত্রে শেখ রাসেলকে অনেক চঞ্চল, হাসি-খুশি দেখা গেছে। কখনো সে পুকুর পাড়ে মাছ দেখে আনন্দে মেতেছে, আবার কখনো জাপানি ঐতিহ্যবাহী জামা - 'ইউকাত্তা' পরে জাপানি নাচ আর বাদ্য উপভোগ করেছে।

রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মানব ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞে, স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকের বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অন্য সবার সঙ্গে না ফেরার দেশে চলে যান শহিদ শেখ রাসেল। সেদিন বিশ্বের সব মায়া-মমতা হারিয়ে গিয়েছিলো, মানবতা হয়েছিলো নির্বাসিত - স্তব্ধ। তিনি বলেন, ক্ষমতা দখল কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড, সেনা অভ্যুত্থান হয়েছে। কিন্তু অন্তঃসত্তা নারী ও কোমলমতি শিশু রাসেলসহ পুরো পরিবারের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। তাই এই নৃশংস হত্যাকান্ড শিশু অধিকার ও মানবাধিকারের চরম অবমাননার জ্বলন্ত উদাহরণ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে জাপানের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, জেওসিভি কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, জাপানের বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিসহ জাপান প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটি উপলক্ষে জাপানের বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটির (সিআরসি) সদস্য ডক্টর মিকিকো ওতানি একটি বিশেষ বার্তা প্রেরণ করেন। ড. ওতানি বলেন, শেখ রাসেলের ট্র্যাজেডি সকল প্রকার সহিংসতা থেকে শিশুদের রক্ষা করতে আমাদের সম্মিলিত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শেখ রাসেলকে দশ বছর বয়সে তার বাবা-মা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে হত্যা করা হয় যা ছিল এক চরম নৃশংসতার উদাহরণ।

বাংলাদেশে জাপানের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং জাপান-বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি মাসাতো ওয়াতানাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ওয়াতানাবে তার বক্তব্যে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শনের কথা স্মরণ করেন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহিদ বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

জাপান প্রবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যসহ জাপানের বিভিন্ন সংস্থার আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ পরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচকগণ শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং অনুষ্ঠান আয়োজন করায় দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানান। পরে শেখ রাসেলের জীবনের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সন্ধ্যায় শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোর ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসময় উপস্থিত অতিথি ও শিশুদের নিয়ে কেক কাটেন রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ।

Tokyo , 18 October 2023

Sheikh Russel Day is celebrated in Japan

Bangladesh Embassy in Tokyo today organized a day-long program at the Embassy premises on the occasion of the 59th birth anniversary of Sheikh Russell, the youngest son of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 'Sheikh Russell Day 2023 ', including a discussion meeting and special prayer.

The invited guests including Japanese dignitaries, Bangladeshi expatriates in Japan and the Embassy officials led by Ambassador of Bangladesh to Japan, Shahabuddin Ahmed, laid floral wreaths on the portrait of Sheikh Russel. A special prayer was also offered for the salvation of the departed souls of Bangabandhu and his martyred family members.

After that the messages of the President and Prime Minister on Sheikh Russel Day was read out.

During the discussion session, Ambassador Shahabuddin Ahmad discussed various aspects of Shaheed Sheikh Russel's short life. He said, since childhood, Sheikh Russel was polite and very well-mannered in behavior. Despite his father being the Prime Minister of the country, Sheikh Russel lived a very simple life like other members of his family. The Ambassador recalled the visit of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to Japan in 1973 and said that the day Bangabandhu stepped foot on Japanese soil as the first Prime Minister of independent Bangladesh was on October 18, 1973, that was Sheikh Russel's birthday. Russel also came to Japan with his father that day. In a video of Bangabandhu's visit to Japan, Sheikh Russel was seen very lively and smiling. He enjoyed watching fishes by the pond and was also seen enjoying Japanese dance and music wearing traditional Japanese clothes - 'Yukatta'.

Ambassador Shahabuddin said that on August 15, 1975, with the other members of his family, Sheikh Russel became victim of the most brutal massacre in the human history perpetrated by a group of killers with the direct and indirect connivance of anti-liberation forces from home and abroad. That day we lost all the world's love and compassion, humanity was exiled and stunned. He said that there have been political assassinations and military coups in many countries in the history of the world to seize power or to achieve political goals. But the way Bangabandhu was killed along with his entire family, including his wife and infant son Russel, is rare in world history. Therefore, this brutal killing is a burning example of gross violation of child rights and human rights.

A significant number of Japanese dignitaries, JOCV volunteers, Representatives from Japanese NGO and media houses, human rights activists and members of the expatriate Bangladeshi community were present at the event .

Renowned Human Rights Activists and member of UN Child Rights Committee (CRC) Dr. Mikiko Otani of Japan sent a special message on Sheikh Russel Day. In her message Dr. Otani said, Tragedy of Sheikh Russel reminds us of our collective duty to protect children from all forms of violence. The violence Sheikh Russel experienced took an extreme form – killing him at the age of ten, with his parents and family members.

Former Japanese Ambassador to Bangladesh and president of The Japan-Bangladesh Society Masato Watanabe also took part in the discussion. Ambassador Watanabe in his speech recalled his visit to Bangabandhu Memorial Museum at Dhanmandi 32 and pays profound respect to the memory of Bangabandhu and his family members martyred on 15 August 1975.

The invited guests from various Japanese organizations and members of the Bangladeshi community living in Japan participated in the discussion session. They paid their respect to Sheikh Russel's memory and thanked the Embassy for organizing the event. Later a documentary on the life of Sheikh Russel was screened.

Later in the evening, a wonderful cultural program was organized in the presence of children and the parents. Ambassador Shahabuddin Ahmed cut the cake with the guests and children on that occasion .